ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪২৬৪
আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর,২০২৩

## ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান
## নতুন ভারতের স্বপ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকেই তৈরি হবে : রাজ্যপাল

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নতুন ভারতের স্বপ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকেই তৈরি হবে। আজ পৃথিবীর যে কোনও সমস্যায় বিশ্ববাসী আমাদের দেশের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্যই দেশ আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে। আজ ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারাজা বীরবিক্রম অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. রাজকুমার রঞ্জন সিং, উপাচার্য গঙ্গাপ্রসাদ প্রসেইন প্রমুখ। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতবর্ষ বিশ্বগুরু হয়ে উঠার পথে এগিয়ে চলছে। রাজ্যপাল শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে উঠা শিক্ষা পদ্ধতিকে শক্তিশালী করার জন্য আহ্বান জানান। রাজ্যপাল সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পিএইচডি প্রাপক, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ও পদক বিজেতাদের অভিনন্দন জানান।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ড. রাজকুমার রঞ্জন সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্যই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন এসেছে। গুণগতমান সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ন্যায়সম্পন্ন ও প্রাণবন্ত শিক্ষণ সমাজ তৈরি হচ্ছে। কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিদের মাল্টি ডিসিপ্লিনারি স্টাডি সেন্টার পদ্ধতি চালু করার পরামর্শ দেন। তিনি ত্রিপুরা ও মণিপুরের ছাত্রছাত্রীদের দুই রাজ্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সম্মিলিত যৌথ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্যও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অতিথিগণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পদক ও শংসাপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. দীপক শর্মা, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ডিন অধ্যাপক শ্যামল দাস, বিজ্ঞান বিভাগের ডিন অধ্যাপক বাদল কুমার দত্ত প্রমুখ।

*****